৬/১০/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ২

ছাত্রলীগ থেকে রাতারাতি ছাত্রদল কর্মী বনে উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ক্ষমতার পট-পরিবর্তন হতে না হতেই রাজনীতির পালা বদলে রাতারাতি ছাত্রলীগ ত্যাগ করে ছাত্রদল কর্মী বনে যাওয়া নব্য জাতীয়তাবাদীদের অতি উৎসাহী কর্মকাণ্ডে চরম বেকায়দায় পড়েছেন ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ। যারা বিগত ৫ বছর ছাত্রলীগ করেছে, নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসায় তাদের অনেকে ভোল পাল্টে ছাত্রদলে ভিড়ে যায়। নিজেদেরকে অতিমাত্রায় জাতীয়তাবাদী প্রমাণ করতে এরা নানা রকম উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। নব্য ছাত্রদল কর্মীদের অনেকে তাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ছাত্রলীগ কর্মীদের রুম ভাঙচুর করে নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এস এম হলের ছাত্রলীগ থেকে আসা এ ধরনের কয়েকজন গত বুধবার রাতে হলের ১২/১৩টি কক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এফ রহমান হলে যোগদানকারী অতি উৎসাহীরা শামীম নামে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে মারধর করে। নতুন যোগদানকারী এই ছাত্রদল কর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে যেসব ছাত্রলীগ ক্যাডার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে তাদেরকে ছাত্রদলে গ্রহণ করা হবে না।

এদিকে ছাত্রদলের কতিপয় কর্মী গতকাল দুপুরে ডাকসু সংগ্রহশালায় ছাত্রলীগের কয়েকটি ছবি ছিঁড়ে ফেলে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল কুদ্দুস এ সময় কর্মীদের নিরস্ত্র করেন।

বিবৃতি

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত 'ছাত্রদলের সকল হল দখল' শীর্ষক সংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ছাত্রদল দখলদারিত্বের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। প্রকৃত ঘটনা হল ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের গণরোষের ভয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। আর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিতাড়িত ছাত্রদল কর্মীরা তাদের স্ব স্ব হলে ফিরে যায়। নেতৃদ্বয় পৃথক এক বিবৃতিতে নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিজয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানান এবং আজ বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও শোকরানা আদায় করার জন্য সকল নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রলীগ ক্যাডাররা পালাচ্ছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত কটেজগুলোও ইতোমধ্যে ছাত্রশূন্য হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। আগামী ৭ অক্টোবর হলসমূহ খুলে দেয়া হবে। ক্লাস শুরু হবে ৮ অক্টোবর থেকে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভয়াবহ বিপর্যয়ে হতাশ ক্যাডাররা ১ অক্টোবর রাত থেকে ক্যাম্পাস ছাড়তে শুরু করে। রেল স্টেশনে অবস্থিত ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত শাহী কটেজ এখন খালি। ক্যাডাররা সব ১ নং রোডের মাথায় বঙ্গবন্ধু কর্টেজে অবস্থান নিয়েছে। ১৯৯৮ সালের ২৮ এপ্রিল ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুর রব, শাহ আমানত ও শাহজালাল হল অস্ত্রের মুখে দখল করে নেয়। দীর্ঘদিন এ তিনটি হলে তাদের দখলীস্বত্ব বজায় ছিল। আওয়ামী লীগের পতনের পর হতাশ ক্যাডাররা হল ছাড়তে শুরু করে। তিনটি হল থেকে ইতোমধ্যে ক্যাডাররা তাদের বইপত্র ও কাপড়-চোপড় সরিয়ে নিয়েছে। এদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস থেকেও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা চলে গেছে।